সফলতা শুধু আপনার জন্যই – এম.এ.এস ইমন

আপনি যখন জিতে যাবেন তখন আপনার চারপাশে সবাই জিতে যাবে। সেই মুখগুলো আপনাকে নিয়ে খুব গর্ব করবে একদিন যে মুখগুলো আপনাকে দেখলে কালো হয়ে যেতো। অনেক অপরিচিত মুখও আপনার কাছে পরিচিত হয়ে যাবে। এমন অনেক জায়গা থেকে আপনার নাম্বারে ফোন আসবে যাদের নামও আপনি শুনেন নাই। আপনি হবেন সবার মধ্যমণি। কিন্তু যদি আপনি হেরে যান, তাহলে শুধু আপনি একাই হারলেন। কেউ আপনার সঙ্গী হবে না। যে আত্মীয় স্বজন এক সময় আপনাকে নিয়ে গর্ব করতো তারা আপনাকে নিয়ে টিজ করবে, তাদের কাছে হবেন আপনি তামাশার পাত্র। আপনি যখন দু:সময়ে থাকবেন তখন আপনার জবান কে বন্ধ রাখুন। হতাশ হবেন না, ভেঙ্গে পড়বেন না। নীরব নিস্তব্ধভাবে প্রস্তুতি নিন উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য। আর সেই জবাব টা কি জানেন? শুধু মাত্র একটা সফলতা। আপনার একটা সফলতা আপনার সমস্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব হয়ে যাবে। তাদের মুখে সুপারগ্লুর মতো আঠা লাগিয়ে দিবে। এবং এটা আপনার দ্বারা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু কেউ মরতে চাই না। কিন্তু সেটাতো অসম্ভব। আর এই অসম্ভব কাজটাকে সম্ভব করার জন্য আপনার জীবন থেকে চারটা “P’ কে বাদ দিন আর ছয়টা টা “P” কে জীবনের সাথে যোগ করুন। যে চারটা P কে জীবন থেকে বাদ দিবেন:—– প্রথম P :Procrastination মানে হলো কাল ক্ষেপণ, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এভাবে শুধু নিজেকে পিছিয়ে। আপনাকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান আর প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই একটা P ই যথেষ্ট। আপনি ভাবছেন বিকাল থেকে শুরু করবেন, কিংবা আগামীকাল থেকে শুরু করবেন। মনে রাখবেন সেই বিকাল কিংবা আগামীকাল আপনার জীবনে আর কখনো আসবে না। সেটা শুধু “আগামী” বলেই থেকে যাবে। দ্বিতীয় P :-Phobia মানে ভয়। অনেক কিছুর ভয় হতে পারে যেমন নিজের অযোগ্যতার ভয়, নিজের অক্ষমতার ভয়, মানুষের সমালোচনার ভয়…. আরো কত কি। নিজের যোগ্যতা আর সক্ষমতার ব্যাপারে যদি আপনার ভয় হয়, তাহলে আপনার জন্য বলছি, আপনি কি জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে দুই প্রসিদ্ধ ফল আর দুইটা পবিত্র এবং নিরাপদ নগরীর কসম খেয়ে বলেছেন ” আমি মানুষ কে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি ” এই উত্তম গঠনের মধ্যে একটা মানুষের যত ধরণের গুনাবলী দরকার যেমন তার যোগ্যতা, সক্ষমতা, মেধা , শক্তি, সাহস, বীরত্ব সব গুলো আল্লাহ

বাকী ৯৯% ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনেক আগে টিভিতে একটা গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিত এইরকম গাড়িটা ৯৯% ভালো এর মধ্যে এ.সি, GPS সিস্টেম সেট করা আছে, অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ আরো অনেক কিছু। তবে ১% সমস্যা আছে আর সেটা হলো গাড়িটার ব্রেক গুলো নষ্ট। তো এই গাড়িটার ৯৯% যেরকমভাবে ১% এর জন্য অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, ঠিক একইভাবে আমাদের ৯৯% পরিকল্পনা, পরিশ্রম অর্থহীন হয়ে যাবে যদি আমাদের ১% দোয়া ঠিক ভাবে না হয়, আল্লাহ যদি কবুল না করেন। তাই আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াহুদি, ক্যাথলিক বা মুসলিম, আপনার পবিত্র ধর্র্মীয় রীতিমতো আন্তরিকতার আপনার সৃষ্টি কর্তার কাছে আপনার আকাঙ্ক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন। যারা মুসলিম আছেন তারা অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়বেন। কোন অবস্থাতেই এটা ছাড়বেন না। জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। পারলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন। সে সময় দুয়া কবুল হয়। আল্লাহর কাছে আকুতি মিনতি করে বলুন ” হে আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষের কাছে সমালোচনা বা তামাশার পাত্র বানিওনা। আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছো তা কাজের লাগানোর তৌফিক দাও। কারো দুয়ারে লবিং এর জন্য দ্বারস্থ করিও না। আমাকে নিরাপদে আমার সফলতার গন্তব্যে পৌঁছে দাও। এইভাবে দোয়া করেন। মনে রাখবেন একজন ভিক্ষুক যদি বার বার আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ে তাহলে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে হলেও তাকে কিছু দান করে বিদায় করে দেই। আমরা মানুষ হয়ে যদি এইরকম টা করতে পারি তাহলে আমাদের রব আল্লাহর দরজায় যদি আমরা বার বার কড়া নাড়ি, তিনি অবশ্যই আমাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আমিন(মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও প্রেট্রো বাংলার পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক)

আগে ছিলাম দারিদ্র্য সীমার নিচে এখন চরিত্র সীমার নিচে – এম.এ.এস ইমন

দেশে রেপ, যৌন নিপীড়ন,ধর্ষণ আশঙ্কাজনক বেড়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে মানুষের নৈতিকতা অবক্ষয়ও বেড়ে চলছে। মনুষ্যত্ব

অপরাধীদের প্রতি মানবিকতা বা শৈথিল্যতা কোন সুযোগ নেই।

এম.এ.এস. ইমন ,

সমাজকর্মী।

বেকার সমস্যা সমাধান একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ

চাকুরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। ফলে বেকার সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন নতুন ছোট- মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা সম্ভব হলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে।
উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেসন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেসন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প সহ নানা উদ্যোগ রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং বেসরকারি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসকল প্রতিষ্ঠান সক্রিয় থাকলেও নানাবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেকোন ছোট, মাঝারি, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মূলধনের প্রয়োজন হয়। যেটি আমাদের বেকার যুবদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মূলধনের জন্য ঋণ সহায়তা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ঋণ প্রাপ্তিতে নানা জটিলতা রয়েছে।
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সারাদেশে বেকার যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কাজ করে আসছে।

প্রতিটি জেলায় রয়েছে আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে ৩ মাস মেয়াদি কৃষিভিত্তিক— মাছ চাষ, গবাদিপশু – হাঁস, মুরগি পালন, কৃষি খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, এবং পশু চিকিৎসার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
প্রতিটি জেলায় ৬ মাস ব্যাপি কম্পিউটার, সেলাই, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রোনিকস, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
দেশের প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে চাহিদা ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা।
তবে, প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ সুবিধা অপ্রতুল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ সনদ দিয়ে কর্মসংস্থান ব্যাংক, জনতা ব্যাংক থেকেও ঋণ গ্রহন করা সম্ভব।
বেকার যুবদের হতাশায় না ভুগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যেসকল প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে চাহিদা মাফিক সেসকল প্রশিক্ষণ গ্রহন করে কাজের দক্ষতা অর্জন করে তা কাজে লাগাতে হবে। তাহলে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হলে বেকার সমস্যা
সমাধান সম্ভব হবে। দেশ সমৃদ্ধ হবে।

নওশার আলী হীরা

সভাপতি, স্বাধীনতা লেখক পরিষদ

মেহেরপুরে বেকার কেন এতো বেশী? এম.এ.এস ইমন

কোনো দেশের জনশক্তির তুলনায় কর্মসংস্থানের স্বল্পতার ফলে সৃষ্ট সমস্যাই বেকার সমস্যা। বর্তমান বাংলাদেশে এই সমস্যা জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করেছে তার চেয়েও আরোও বেশী প্রকট মেহেরপুরে, কেন? বেকারত্ব বলতে মূলত বোঝায় কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, “Unemployment (or joblessness) occurs when people are without

work and actively seeking work.” The Bureau of Labour Statistics (BLS) [illegible]

রাখে। সন্তানের নাকি খুব বয়স হয় নি। এই মানসিকতাও বেকারত্বের হার বৃদ্ধির আর এক কারন। শিল্প কারখানা সৃস্টি, অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি, যুবকদের ভিতর কর্ম স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, মন মানুষিকতা পরিবর্তনই বেকারত্বের হার কমানোর উপায় বের করা সম্ভব।

২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের কিছু কথা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগন তখনকার সরকারী দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে চেতনাগতভাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু হয়েছিলো। এর প্রথম সরব প্রমান দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৯৪৯ সালের মার্চ/এপ্রিলে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করার মাধ্যমে।

জানা যায়, করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী। একজন নিপাট প্রজাপ্রিয় ভদ্রলোক। প্রজা নিপীড়ন বা নির্যাতনের কোনো অভিযোগ ছিল না তার নামে। আবার আচরণে নিখুঁত বিনয়ী। তার বিরুদ্ধে শামসুল হক কোনো বিবেচনাযোগ্য প্রার্থী ছিলেন না। খুররম খান পন্নী তার নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করার জন্য মাইক নিয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইলের মানুষ এর আগে কখনো মাইক দেখেনি। একজন মানুষ কথা বললে তাকে শতগুণ মণ্ডিত হয়ে দূরের মানুষের কাছেও পেঁ◌ৗছায়, তা এই প্রথম দেখল তারা। করটিয়া সাদাত কলেজের মাঠে সেই সভায় হাজার মানুষের ভিড়। মাঠের এক কোনায় বসেছিলেন শামসুল হক। জমিদার সাহেবের কথা শেষ হওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে গেলেন মঞ্চের ওপর। জমিদার পন্নীকে বললেন, হুজুর এই নির্বাচনে আমিও একজন প্রার্থী। কিন্তু আমার তো আপনার মতো টাকা নেই। আপনার মতো মাইক পাব কোথায়? যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে এই মাইকে আমি আমার নিজের

দুটি কথা বলতে পারি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন নয়।

শামসুল হক একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন। ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষায় লিখতে এবং বলতে পারদর্শী ছিলেন। নিজেই নিজের দলের ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন এবং খুব ভালো বক্তৃতাও করতে পারতেন। মাইক নিয়ে তিনি প্রথমেই ভূয়সী প্রশংসা করলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী খুররম খান পন্নীর। কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও তার মতো একজন সাধারণ মানুষকে জমিদার সাহেব মাইক ব্যবহার করতে দিয়েছেন তার জন্য। তারপর তার মূল কথায় এলেন। শামসুল হক বললেন, জমিদার খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে আমি প্রার্থী নই। তার মতো ভালো মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার লড়াই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। আমি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছি। শামসুল হকের সেই বক্তৃতার কোনো ডকুমেন্ট আজ কারও কাছে নেই। কিন্তু অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন তিনি। খুররম খান পন্নীর জনসভায় আসা মানুষও শামসুল হকের বক্তৃতা শুনে জেগে উঠেছিলেন। ভোট দিয়েছে শামসুল হককে। বিশাল ভোটের ব্যবধানে খুররম খান পন্নী পরাজিত হন।

শামসুল হকের এই বিজয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের প্রথম রায়। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের বিজয় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠায় বিশাল, উর্বর একটি জমি তৈরি হয়েছিল এবং শামসুল হক এই জমি ও তার ওপর বাড়ি নির্মাণে অন্যতম কারিগর ছিলেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন বিকেল তিনটায় ঢাকার কে এম দাস লেনের ‘রোজ গার্ডেনে’ সম্মেলন শুরু হলো। উপস্থিত ২৫০ থেকে ৩০০ জন। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে শুরু হলো সম্মেলন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করে তৈরি করলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’। নামকরণ করলেন ভাসানী স্বয়ং। তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁরা সবাই মুসলিম লীগার। তবে আকরাম খাঁ- নুরুল আমীনদের মুসলিম লীগ হলো সরকারি মুসলিম লীগ, তাঁদেরটা হবে আওয়ামের অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ। তাঁদের লক্ষ্য হলো, ‘স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ গড়ে তোলা।’

মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন দলের ৪০ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করা হয়। তরুণ সংগঠকদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে। ভাসানীর আগ্রহ ও ইচ্ছায় তাঁকে দলের

যুগ্ম সম্পাদক বানানো হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পদ তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিবের কথা মনে রেখেই।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে জেল থেকে বেরিয়ে শেখ মুজিব ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন এবং ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিল অধিবেশনে পুরোদস্তুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুগ্ম সম্পাদক পদটি বিলুপ্ত হয়। শেখ মুজিব মাঠে-ঘাটে-হাটে ঘুরে ঘুরে সংগঠনটির বিস্তৃতি ঘটান। একটানা ১৩ বছর দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থেকে তিনি দলটিকে দেশের সবচেয়ে বড় ও জনসম্পৃক্ত রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত করাতে পেরেছিলেন।

ফিরে আসি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদকের কথায়। প্রথম কিভাবে তিনি প্রেক্ষাপট থেকে হারিয়ে গেলেন! ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর পাকিস্তান সরকার শামসুল হক সহ কয়েকজনকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করে। শামসুল হক জেলে থাকাকালীন সময়ে শেখ মুজিবকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ঠিক এই পর্যায়ে এসে শামসুল হক পাকিস্তান সরকারের ঘৃন্য অত্যাচার ও পারিবারিক গুটিবাজির শিকার হন। সেই সময়কার নরসিংদির সেকান্দার মাস্টার সাহেবের কন্যা আফিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন শামসুল হক। জানা যায়, আফিয়া খাতুন একজন উচ্চাভিলাষী মহিলা ছিলেন। শামসুল হক আরও অনেক বড় হবেন। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও হয়ে যেতে পারেন হয়তো এই আশায় তিনি শামসুল হককে বিয়ে করেন। কিন্তু শামসুল হক জেলে যাওয়ার পরে তিনি তাকে ছেড়ে চলে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা চলে যান এবং সেখানে একজন পাকিস্তানিকে বিয়ে করেন।

শামসুল হকের এক কন্যাসন্তান ছিল, পরের ঘরে আরেক মেয়ে সন্তান হয়েছিলো বলে জানা যায়। বড় মেয়ের নাম উম্মেবতুল ফাতেমাজ জহুরা (শাহীন) এবং ছোট মেয়ের নাম উম্মেবতুল তাহেরা (সোয়েফা)। বর্তমানে তারা দুজনেই পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং বিবাহিতা। সপরিবারে আমেরিকা বসবাস করেন। মেয়েরা একবার টাঙ্গাইলে খুঁজে পাওয়া বাবার কবর দেখতে এসেছিলেন। তাদের নাকি বলা হতো তোমাদের পিতা একজন বদ্ধ উন্মাদ, তার কাছে গেলে সে তোমাদের মেরে ফেলতে পারে।

স্ত্রী আফিয়া খাতুনের উচ্চাভিলাস এবং ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকারের অত্যাচারে জেলখানায় শামসুল হকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ১৯৫৩ সালে অত্যন্ত অসুস্থ শরীর এবং জটিল মানসিক ব্যাধি নিয়ে

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

এডিস মশা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ

ফারজানা ইসলাম
কখনও ভেবে দেখেছেন কি, কেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রী এডিস মশা গায়ে বসলে আমরা বুঝতে পারিনা বা অনেক সময় কামড়ানোর পর কেন বুঝতে পারি?
এর কারণ, স্ত্রী এডিস মশার Back biting behaviour. অর্থাৎ এরা Host কে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পছন্দ করে। যেমন কানের পিছনে, হাতের কনুই বা পায়ের গোড়ালি, যেনো প্রাথমিকভাবে আপনি তাকে Detect করতে না পারেন।
অফিস আদালত বা স্কুল কলেজে স্ত্রী এডিস মশার দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশী। কারন- প্রথমত এরা Daytime biter আর দ্বিতীয়ত আমাদের Body position and mind set-up. টেবিল-চেয়ার ব্যবহার করায় আমাদের শরীরের অর্ধেক অংশই দৃষ্টির আড়ালে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখায় আর আমরা অফিশিয়াল কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আর এই Concentration /focus of mind on one thing exclude our feelings or sensation from the surroundings. আর এর সুযোগটাই স্ত্রী এডিস মশা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে থাকে।স্ত্রী এডিসের সবচাইতে Worst বৈশিষ্ট্য হলো intermittent feeding capability এবং একই সময়ে বিভিন্ন Host থেকে রক্ত সংগ্রহের প্রবণতা।এরা কুকুর/বিড়াল/গৃহপালিত পশুপাখি থেকে রক্ত সংগ্রহের পাশাপাশি মানুষ থেকেও রক্ত সংগ্রহ করে ডিম পাড়ার জন্য। আবার অনেক ক্েষেএ একাধিক মানুষ থেকেও রক্ত সংগ্রহ করে থাকে। এই Host seeking behaviour এদেরকে রোগ সংক্রমণ বা ছড়ানোর ব্যাপারে এতোটা দক্ষ করে তোলে।
তাই এডিস মশার কামড়/দংশন থেকে বাঁচতে আমরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করতে পারি;
(১) পার্সোনাল প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা। বাইরে বের হবার পূর্বে বা ঘরে অবস্থানের সময়ও ফুলহাতা জামা ব্যবহার করা (সাদা/হালকা রঙের)
(২) সাদা রঙের প্যান্ট / পায়জামা এবং অবশ্যই পা-মোজা (সাদা রঙের) ব্যবহার করা।
(৩) বিভিন্ন ধরনের মশা তাড়ানোর ক্রিম/তেল শরীরের উন্মুক্ত স্থানে ব্যবহার করা। যেমন- Odomos, Fabric roll on, neem oil, lavender oil. আর যদি এসবের কোনো কিছুই পাওয়া না যায় তবে নিমপাতা বেটে এর রস হাতে-পায়ে ব্যবহার করতে পারেন।
(৪) স্ত্রী এডিস মশা সবচাইতে বেশী active থাকে সূর্যোদয়ের পর থেকে দুই ঘন্টা পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে

থেকে। বাড়িতে এবং স্কুল-কলেজে/ অফিসে (অফিস টাইমের পূর্বেই) কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বা ক্ষেত্রবিশেষে নিজ উদ্যোগে সকাল ৬-৭ টার মধ্যে প্রতিটি রুমে কয়েল জ্বালিয়ে দিন/কীটনাশক স্প্রে করুন (দরজা-জানালা বন্ধ রাখা অবস্থায়)। এর ২/৩ ঘণ্টা পর ফুলস্পিডে ফ্যান চালু করে দিন এবং প্রতিটি রুমের একটি করে জানালা খুলে দিন। এতে করে ক্ষতিকর ধোঁয়া ও মশা দুটোই ইনশাআল্লাহ বেরিয়ে যাবে [আপনার কক্ষটি ১ম/২য় তলায় হলে কয়েল বন্ধ না করাই ভালো]। বাড়িতে বা সান্ধ্যকালীন অফিসে বিকেল ৪ টার সময় উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন এবং এক্ষেত্রে ধোঁয়া ও মশা বেরিয়ে যাবার পর দরজা-জানালা একেবারে বন্ধ করে দিন এবং প্রয়োজনে মশার কয়েল নিভিয়ে ফেলুন।
(৫) আমাদের Body odor বা দেহের গন্ধে স্ত্রী মশা সবাচাইতে বেশি আকৃষ্ট হয়। তাই সম্ভব হলে নিমপাতা সেদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে গোসল করুন।
(৬) ছাদে বা পানির ট্যাংকের পাশে বা গ্যারেজে যে সমস্ত জায়গায় পানি জমে থাকে সেখানে পানি অপসারণ করা না গেলে প্রয়োজনে ১/২ মুঠো লবণ ছিটিয়ে দিন।
(৭) যানবাহন/প্রাইভেট কার রাতে বন্ধ করার পূর্বে কীটনাশক স্প্রে করুন।
(৮) সর্বোপরি ঘরে অবস্থানকালে ঘুমানোর সময়(দিনে/রাতে) মশারি ব্যবহার করুন।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং (সাবেক) জাতীয় পরামর্শদাতা (কীটতত্ত্ববিদ), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। (সংগ্রহ- বাংলাদেশ প্রতিদিন)

জংলীদের হাতে ক্ষতবিক্ষত একজন সংগ্রামী মহিলার গল্প

“তাসলিমা বেগম রেনু ৪০ বছরের সুন্দর নারী। পরিপাটি কাপড় পড়তেন, সুন্দর করে গুচিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। মাস্টার্স করার পর বিয়ে হয়ে এক ব্যবসায়ীর সাথে। প্রথম কিছুদিন বেশ ভালোই চলছিলো সংসার। একবছরের মাথায় কোল আলো করে আসে এক ছেলে। ছেলে পেটে থাকা অবস্থায় স্বামীর আর তর সইলো না। জড়িয়ে গেলেন পরকীয়ার। বিষয়টি প্রথমে গোপনই ছিলো। কিছুদিন পর রেনু বুঝে পারে তার স্বামী আর তার নাই। তার প্রতি আর আগের আকর্ষণ নাই। তার দুঃখের জীবন তখনই শুরু । স্বামী ইচ্ছা মতো আচরণ করেন। এর মাঝেই আবার সন্তানসম্ভবা হয়ে যান আচমকা । স্বামী

সে পুরোপুরি বোধ শক্তি হারিয়ে ফেললো ততক্ষণে , এখন তাকে যতোই আঘাত করা হচ্ছে তার কোথায় কোন ব্যথা অনুভূত হচ্ছেনা। সে ক্ষীণ চোখ মেলে দেখতে পারছে তার উপর পাষণ্ডরা আঘাতের পর আঘাত করছে। তার কোনই কষ্ট হচ্ছে না। সে ততক্ষণে কষ্ট বেদনার অনুভূতি শূন্য হয়ে গেছে।

তার শুধু মনে পড়লো তার ছেলেকে স্কুলে রেখে এসেছে, মেয়েকে খেলনা দিয়ে খেলতে বসিয়ে এসেছে। ছেলেটা কিভাবে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে ? মেয়েটা মাকে ছাড়া এক রাত কারো সাথে ঘুমায়নি। আহা ফুটফুটে মেয়েটার কি হবে..?? কিছুক্ষণ পর সে আর জনতার হৈ-হুল্লোড় শুনতে পাচ্ছে না। অনুভব করছে শক্ত কোন ফ্লোরে শুয়ে আছে, রাস্তার ঝাঁকুনি তার মৃদু অনুভূত হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে গেছে। চোখ অন্ধকার ঘিরে ধরেছে । চোখ খোলার সামর্থ্য তার নেই । অস্তে অস্তে হৃদপিণ্ডের গ্রাফ নিচে নেমে যাচ্ছে, চোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে। সে বুঝতে পারছে হায় দুনিয়া তাকে দূরে ঠেলে দিলো । কি হবে তার ছেলে মেয়ের ?

সারা শরীরে একটুও রক্তক্ষরণ নেই, ঠোঁটে দাঁতের আঘাতে সামান্য রক্ত বেড়িয়েছিলো তাও শুকিয়ে গেছে। তবে সারা শরীরে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। সাদা শরীর কালো হয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ নেই। গুলিতেও শরীর ঝাঁজরা হয়নি। তবুও আস্তে আস্তে হৃদপিণ্ডের গ্রাফ নিচে নেমে যাচ্ছে, ধমনিতে স্থবিরতা নেমেছে। অস্তে আস্তে শরীর শীতল হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কিছুই নাড়ানো যাচ্ছে না। কেউ একজন পরম যত্নে তাকে ডাকছে। বলছে তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য যমযম প্রস্তুত….

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার ঘোষণা দিলেন রেনু আর বেঁচে নেই। ময়নাতদন্তে দেখা গেলো রেনুর কষ্টে ভরা বুকের হাড় ভেঙ্গে হৃদপিণ্ডে ঢুকে গেছে, এ যেনো কষ্টের চির অবসান, মাথার মগজ নাক অবধি চলে এসেছে…. হায় দুনিয়া, হায় মানুষ, হায় জীবন । হায় সমাজ, হায় মানবতা হায় মানবাধিকার, হায় অনুভূতি।

আগে নিজে পরিপূর্ণ মানুষ হবার চেষ্টা করি তারপর না হয় নেতা……..এম.এ.এস. ইমন

চলো রাজনীতি করি

যোগ্যতা নেই কিছু করার, আর কতোদিন বেকার থাকবো, চলো রাজনীতি করি।

লেখাপড়া জানি না, হঠাৎ টাকা হয়েছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি দরকার, চলো রাজনীতি করি।

ব্যবসা করি, সাপোর্ট দরকার, চলো রাজনীতি করি।

সামাজিক মর্যাদায় টিকে থাকার জন্য বলি, চলো রাজনীতি করি।

অত্যাচারিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে বলি, চলো রাজনীতি করি।

নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তৈরী করার পর দেশকে ভালবেসে সমাজ বদলের উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয়জন বলছি?

‘চলো রাজনীতি করি‘।

চলো আগে নিজে পরিপূর্ণ মানুষ হবার চেষ্টা করি তারপর না হয় নেতা। কিছু কিছু যুবককে দেখি ২৪ টা ঘণ্টা রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকে। কাজ-কর্ম কিছুই করে না, ধান্দা আর হাত পেতে জীবন জীবিকা চালায়। আর দেখা হলেই আক্ষেপ করে বলে যে, সারাদিন দলের পিছনে সময় দেয় কিন্তু ভাত জোটে না। তাদের কয়েকজনকে না বলে পারলাম না, কি দরকার ২৪ ঘন্টা রাজনীতি করা। এতে না হয় দেশের লাভ, না হয় দলের না হয় তাদের নিজের। কর্ম কর, কর্মের ফাকে রাজনীতিতে সময় দেও। রাজনীতি মানে অন্যের সেবা দেয়া। যে নিজেকেই দাড় করাতে পারে না, সে অন্যের সেবা করবে কিভাবে? পেটে ভাত নেই বেকার আবার সারাদিন চৈ চৈ করে ঘুরে বেড়ানো। সময়ের মুল্য অনেক। নিজেকে গড়ো, মানুষ হও। মানুষের সেবা করো, দলের কাজ করো। এখন ক্যারিয়ার ছাড়া কোন দাম নেই। রাজনীতিতেও ক্যারিয়ারের প্রয়োজন। যার যত বড় ক্যারিয়ার সে রাজনীতিতে তত ভাল করবে। পাচটা হোন্ডা দশটা গুন্ডার দিন শেষ।

সফলতা শুধু আপনার জন্যই – এম.এ.এস ইমন

আপনি যখন জিতে যাবেন তখন আপনার চারপাশে সবাই জিতে যাবে। সেই মুখগুলো আপনাকে নিয়ে খুব গর্ব করবে একদিন যে মুখগুলো আপনাকে দেখলে কালো হয়ে যেতো। অনেক অপরিচিত মুখও আপনার কাছে পরিচিত হয়ে যাবে। এমন অনেক জায়গা থেকে আপনার নাম্বারে ফোন আসবে যাদের নামও আপনি শুনেন নাই। আপনি হবেন সবার মধ্যমণি।

কিন্তু যদি আপনি হেরে যান, তাহলে শুধু আপনি একাই হারলেন। কেউ আপনার সঙ্গী হবে না। যে আত্মীয় স্বজন এক সময় আপনাকে নিয়ে গর্ব করতো তারা আপনাকে নিয়ে টিজ করবে, তাদের কাছে হবেন আপনি তামাশার পাত্র। আপনি যখন দু:সময়ে থাকবেন তখন আপনার জবান কে বন্ধ রাখুন। হতাশ হবেন না, ভেঙ্গে পড়বেন না।

নীরব নিস্তব্ধভাবে প্রস্তুতি নিন উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য। আর সেই জবাব টা কি জানেন ? শুধু মাত্র একটা সফলতা। আপনার একটা সফলতা আপনার সমস্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব হয়ে যাবে। তাদের মুখে সুপারগ্লুর মতো আঠা লাগিয়ে দিবে। এবং এটা আপনার দ্বারা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু কেউ মরতে চাই না। কিন্তু সেটাতো অসম্ভব। আর এই অসম্ভব কাজটাকে সম্ভব করার জন্য আপনার জীবন থেকে চারটা “P’ কে বাদ দিন আর ছয়টা টা “P” কে জীবনের সাথে যোগ করুন। যে চারটা P কে জীবন থেকে বাদ দিবেন:—– প্রথম P :Procrastination মানে হলো কাল ক্ষেপণ, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এভাবে শুধু নিজেকে পিছিয়ে। আপনাকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান আর প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই একটা P ই যথেষ্ট।

আপনি ভাবছেন বিকাল থেকে শুরু করবেন, কিংবা আগামীকাল থেকে শুরু করবেন। মনে রাখবেন সেই বিকাল কিংবা আগামীকাল আপনার জীবনে আর কখনো আসবে না। সেটা শুধু “আগামী” বলেই থেকে যাবে।

দ্বিতীয় P :-Phobia মানে ভয়। অনেক কিছুর ভয় হতে পারে যেমন নিজের অযোগ্যতার ভয়, নিজের অক্ষমতার ভয়, মানুষের সমালোচনার ভয়…. আরো কত কি। নিজের যোগ্যতা আর সক্ষমতার ব্যাপারে যদি আপনার ভয় হয়, তাহলে আপনার জন্য বলছি, আপনি কি জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে দুই প্রসিদ্ধ ফল আর দুইটা পবিত্র এবং নিরাপদ নগরীর কসম খেয়ে বলেছেন ” আমি মানুষ কে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি ” এই উত্তম গঠনের মধ্যে একটা মানুষের যত ধরণের গুনাবলী দরকার যেমন তার যোগ্যতা, সক্ষমতা, মেধা, শক্তি, সাহস, বীরত্ব সব গুলো আল্লাহ দিয়ে দিয়ছেন। অর্থাৎ আপনার মধ্যে অনেক যোগ্যতা আছে যা আপনি জানেন না। কিংবা কখনো আপনি জানার চেষ্টাও করেন নাই। তাই আপনার দায়িত্ব হলো আপনি নিজেকে নিজের মধ্য থেকে আবিষ্কার করুন। আপনি যোগ্য বলেই আপনি এসএসসি, এইচ এসসি, অনার্স, মাস্টার্স সব পাশ করছেন। সুতরাং আপনি এই কথা বলবেন না যে চাকরিটা আমার দরকার, কারণ এই কথার দ্বারা আপনার একটা অসহায়ত্ব বুঝায় বরং আপনি বলুন এই চাকরিটা আমার জন্যই, আমি চাকরিটা ডিজার্ভ করি। আমাকেই সেখানে যেতে হবে। আমিই এটার উপযুক্ত ব্যক্তি। আর সমালোচনার ভয়? এদের সমালোচনা কানে নিয়ে এদের কে উপরের শ্রেণীতে তুলবেন না । ছোটলোক গুলোকে ছোটলোকের শ্রেনীতে থাকতে দিন। এদেরকে ভালোও বাসবেন না আবার ঘৃণাও করবেন না। এদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। আপনার আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।

তৃতীয় P:- Pessimistic বা হতাশাগ্রস্থ। এই P টাকেও আপনার জীবন থেকে দূর করতে হবে। অবস্থার যতই অবনতি হোক না কেন, যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কখনোই হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন এই দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এমন কি আমাদের সমস্যা গুলোও। সব সময় নিজেকে আশা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আবদ্ধ রাখুন। ভাবুন আমার অবস্থা যেমন তার চেয়েও আরো অধিক খারাপ হতে পারতো। এখনতো অনেক ভালো আছি। খুব শীঘ্রই আল্লাহ আমার দু:সময় দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ বান্দার আশা অনুযায়ী তার ব্যাপারে ফায়সালা দেয়। নিজেকে সব সময় বলুন আমি হেরে যাবার পাত্র নই। আমি হেরে যাবো বলে স্বপ্ন দেখে নি। আমি ক্লান্ত কিন্তু আমি পরাজিত নই। আমাকে আমার গন্তব্যে যেতেই হবে। আমি থেমে যাওয়ার পাত্র নই। আমি লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাবো।

চতুর্থ P: Parasite মানে পরজীবী। এই P টাকেও দূর করতে হবে। কারো কাছে কোনভাবেই, না মানসিকভাবে, না আর্থসামাজিকভাবে কখনো পরজীবী হবেন না। এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যপারে কারো কাছে

নির্ভরশীল হবেন না। নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে কাউকে মিশ্রিত করবেন না।

যে ছয়টা “P” আপনার জীবনের সাথে যোগ করবেন:-
প্রথম P:-Positivity অর্থাৎ ইতিবাচক মনোভাব। আর এটার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো ” না এর সাথে না যোগ করুন, আর হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ “। কেউ যদি বলে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, সাথে সাথে আপনিও বলে দিন “তোমার কথা ঠিক না”, কেউ যদি বলে চেষ্টা করো পারবে, আপনিও বলুন ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ আমি পারবো । সব কিছু ইতিবাচকভাবে চিন্তা করুন। নিজেকে ও নিজের যোগ্যতাকে রেস্পেক্ট করুন। জায়গা মতো সেগুলো কে প্রদর্শন করুন কিন্তু অহংকার করবেন না। যোগ্যতা প্রদর্শন এক জিনিস আর অহংকার আরেক জিনিস। আল্লাহ আপনাকে যোগ্যতা দিয়েছে সেটা তার পক্ষ থেকে আপনার উপর নিয়ামত। সেটাকে ব্যবহার করার জন্যই দিয়েছে, সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখার জন্য নয়। এতে নেতিবাচক মানষিকতার মানুষ গুলো আপনাকে গালি দিয়ে বলবে “শালা তো নিজের ঢোল নিজে পিটায় ” আপনি বলে দিন আমার ঢোল আছে দেখেই আমি পিাটাতে পারি, পারলে আমার মতো একটা ঢোল অর্জন করে তুমিও পিটানো শুরু করো। নিজের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন গুলো কে সন্তানের মতো লালন পালন করুন। এই গুলোই আপনার চুড়ান্ত অর্জনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় P :- Passion বা অর্জন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এমন না যে পাইলে পাইলাম, না পাইলে নাই। এরকম মানসিকতা নিয়ে কখনো কোন কাজে সফল হতে পারবেন না। মানসিকতা এই রকম হওয়া চাই যে, আমার একটাই লক্ষ্য যে আমাকে ক্যাডার হতেই হবে, আমাকে জব পেতেই হবে, আমাকে সফল বিজনেসম্যান হতেই হবে — দ্বিতীয় আর কোন অপশন নাই, দেখেবেন এই দৃড় প্রতিজ্ঞাই আপনাকে গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

তৃতীয় P :- Plan বা পরিকল্পনা যার মানে হলো আপনার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিন্তাগুলো এক ফ্রেমে আবদ্ধ করা। আর এর মূল উদ্দ্যেশ্যে হলো গুরুত্ব অনুযায়ী কাজকে প্রধান্য দেয়া। আমার কাজ তো অনেক আছে কিন্তু এই মুহুর্তে কোন কাজটা আমার জন্য সবচেয়ে জরুরী সেটাকে নির্ধারণ করে আগে করা। এভাবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্লান ছাড়া কোন কাজেই সফলতা আশা করা যায় না। দিন শেষে সবকিছু পন্ডশ্রম মনে হবে। তাই প্লান হচ্ছে সফলতার মৌলিক ভিত্তি।

চতুর্থ P:- Perseverance মানে কঠোর অধ্যবসায় সাথে অনুশীলন। পরিশ্রম আর অনুশীলন এই গুলো হচ্ছে এক ধরণের সুমিষ্ট পানীয়ের

মতো যে এটা যত বেশী পান করবে তার জীবন ততবেশী সুমিষ্ট হবে। আপনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলন চালিয়ে যান। একবার ব্যর্থ হয়েছেন বলে থেমে যাবেন না, আবার শুরু করুন। কাজের মধ্যে লেগে থাকুন। কাজ করতে থাকুন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আপনি আপনার গন্তব্যে না পৌঁছিয়েছেন। অবিরামভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

পঞ্চম P:- Patient বা ধৈর্যশীল। কাজ করতে করতে অনেক সময় বিরুক্তি চলে আসবে, কিংবা হতাশা আসতে পারে কিন্তু এই মুহুর্তে ধৈর্য্যের সাথে সব কিছু মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবেন একটা রঙধনু দেখতে হলেও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, জোছনার আলো উপভোগ করতে হলেও একটা রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আর আপনি এমন কিছু অর্জন করবেন যার মাধ্যমে আপনি সারাটা জীবন সুখে শান্তিতে কাটাবেন, তার জন্য কিছু অপেক্ষা করবেন না তা কি করে হয়। তাই অস্থিরও হওয়া যাবে না অলসও হওয়া যাবে না। ধৈর্য্যের সাথে সব মোকাবেলা করতে হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

ষষ্ঠ P :-Prayer বা দোয়া। সফলতা হলো ৯৯% পরিশ্রম আর ১% দোয়ার যোগফল। তবে মাঝে মাঝে এই ১% যদি ঠিক না থাকে তাহলে বাকী ৯৯% ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনেক আগে টিভিতে একটা গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিত এইরকম গাড়িটা ৯৯% ভালো এর মধ্যে এ.সি, GPS সিস্টেম সেট করা আছে, অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ আরো অনেক কিছু। তবে ১% সমস্যা আছে আর সেটা হলো গাড়িটার ব্রেক গুলো নষ্ট। তো এই গাড়িটার ৯৯% যেরকমভাবে ১% এর জন্য অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, ঠিক একইভাবে আমাদের ৯৯% পরিকল্পনা, পরিশ্রম অর্থহীন হয়ে যাবে যদি আমাদের ১% দোয়া ঠিক ভাবে না হয়, আল্লাহ যদি কবুল না করেন।

তাই আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াহুদি, ক্যাথলিক বা মুসলিম, আপনার পবিত্র ধর্র্মীয় রীতিমতো আন্তরিকতার আপনার সৃষ্টি কর্তার কাছে আপনার আকাঙ্ক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন। যারা মুসলিম আছেন তারা অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়বেন। কোন অবস্থাতেই এটা ছাড়বেন না। জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। পারলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন। সে সময় দুয়া কবুল হয়। আল্লাহর কাছে আকুতি মিনতি করে বলুন ” হে আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষের কাছে সমালোচনা বা তামাশার পাত্র বানিওনা। আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছো তা কাজের লাগানোর তৌফিক দাও। কারো দুয়ারে লবিং এর জন্য দ্বারস্থ করিও না। আমাকে নিরাপদে আমার সফলতার গন্তব্যে পৌঁছে দাও। এইভাবে দোয়া করেন। মনে রাখবেন একজন ভিক্ষুক যদি বার বার আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ে তাহলে এক পর্যায়ে

বিরক্ত হয়ে হলেও তাকে কিছু দান করে বিদায় করে দেই। আমরা মানুষ হয়ে যদি এইরকম টা করতে পারি তাহলে আমাদের রব আল্লাহর দরজায় যদি আমরা বার বার কড়া নাড়ি, তিনি অবশ্যই আমাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আমিন

লেখক: মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও প্রেট্রো বাংলার পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ।